MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

M.A – 1st Sem

Paper – 102

Teacher Name – S.K.H Date –

১) বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে চৈতন্য দেবের প্রভাব আলোচনা কর ?

⇒ মুখবন্ধ :⇒

শ্রীচৈতন্যের দিব্যময় জীবনের স্পর্শে সাহিত্যের মরা গাঙে জোয়ার আসে শুধু সাহিত্যে নয়; ধর্মে, দর্শনে, সংগীতে বাঙালি নতুন এক ভাবলোকের সন্ধান পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই লিখেছেন —

বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে। যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ মেঘের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে যে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে মন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নতুন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষন করিয়াছিল।

বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্য চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য দেবের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায় —

১. ভক্তিধর্মের প্রসার ও বৈষ্ণবদর্শনের উপস্থাপন :⇒

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিধর্মের প্রসার ঘটালেন। তাঁর মতাদর্শ, আবেগ, বক্তব্য, নির্দেশাবলি অবলম্বনে রচিত হল বৈষ্ণবদর্শন। সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন রূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামীরা। এই বৈষ্ণব দর্শন পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-ভাষ্য। নন্দ গোপাল সেন গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন —

" বৈষ্ণব ধর্মের যে দার্শনিক ভিত্তি তা মহাপ্রভুই গঠন করেন।"

2. অনুবাদ সাহিত্যে প্রভাব :⇒

চৈতন্য - উত্তরযুগে রচিত রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবতের চরিত্র গুলি বিবর্তিত হল। বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ঐশ্বর্যপ্রেম অপেক্ষা মাধুর্যপ্রেমে প্রকাশিত হলেন। সর্বব্যাপী মানবধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে ছিল।

৩. মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী চরিত্রের বিবর্তন :⇒

প্রাক-চৈতন্যযুগের দেব-দেবীরা ছিলেন এক প্রকার স্বেচ্ছাচারী। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মের প্রভাবে মঙ্গল কাব্যের দেব দেবীরা শান্ত, কোমল স্বভাবের চরিত্রে বিবর্তিত হলেন। চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবদেবীরা তাঁদের রুক্ষ স্বভাব ত্যাগ করে মঙ্গলময়ী হয়ে উঠেছেন।

৪. শ্রীচৈতন্য জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ :⇒

শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে বাংলায় রচিত হল জীবনী-গ্রন্থ। তাঁর জীবন-নির্ভর কাব্য গুলির আগে বাংলায় কোনো জীবনী কাব্য গড়ে ওঠেনি। বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিরা জীবনী গ্রন্থের মাধ্যমে মহাপ্রভুকে বরন করে নিলেন।

৫. গৌরচন্দ্রিকার অভিনব সৃজন :⇒

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সমান্তরালে গৌরলীলা অবলম্বনে রচিত হল গৌরচন্দ্রিকা। তাঁর লীলা কথা অবলম্বনে রচিত 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ' গুলি তার গভীর কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতিকেই মতরূপে প্রকাশ করে। বলতে দ্বিধা নেই যে, এ গুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উপসংহার :⇒

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলা সমাজে ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি —

> "বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমানে বিচরন করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ মেঘের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মাথা তুলে দাড়াইয়া ছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা ও নতুন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষন করিয়াছিল।"

Rajashree Pradhan.